182. Nc. 905

বিজনে-বিলাপ।

6 APR 190

(উৎসাহোদ্দীপক জাতীয় কবিতা)

শ্রীঅনাথবন্ধু মজুমদার প্রণীত।

শ্রীশ্রীমন্তনাথ বক্সী কর্ত্তৃক প্রকাশিত

১৩১২

মূল্য ,

[illegible]

কলিকাতা

২০ কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট্, "দিনময়ী প্রেসে'

শ্রীহরিচরণ মান্না দ্বারা মুদ্রিত।

উৎসর্গপত্র।

স্বনাম প্রসিদ্ধ কবি ও শ্রদ্ধাস্পদ জমিদার শ্রীল

শ্রীযুক্ত প্রমথ নাথ রায় চৌধুরী মহাশয়ের

করকমলেষু—

দেব!

চিত্তোৎমাদিনী বিপুল বৈভবের কোলে বসিয়াও মানুষ অপাত মধুর ভোগ বিলাসকে কেমনে পরিত্যাগ করিতে পারে এবং প্রবল প্রতাপান্বিত ভূম্যাধিকারীর আসনে বসিয়াও মানুষ কেবল ন্যায়পরায়ণতা ও সরল অমায়িকতার দ্বারা নিরীহ দরিদ্র প্রজার হৃদয়ের ভক্তি মিশ্রিত ভালবাসা কেমন করিয়া লাভ করিতে পারে আপনি তাহার উজ্জ্বল আদর্শ কমলার বরপুত্র হইয়াও বাণীর কৃপালাভে মানুষ কতদূর কৃতকার্য্য হইতে পারে, আপনার পবিত্র চরিত অধ্যয়নকারীমাত্রেই তাহা বুঝিতে পারিবেন

আপনার ন্যায় বাহ্যাড়ম্বর পরিশূন্য প্রকৃত স্বদেশ প্রেমিকের হস্তে আমার এই ক্ষুদ্র পুস্তক খানি ভক্তি-উপহার দিতে পারিয়া আমি কৃতার্থ হইলাম নিবেদন ইতি সন ১৩১২ ১১ই মাঘ।

আপনার একান্ত অনুগত

অনাথ

ভূমিকা।

বর্ত্তমান শতাব্দিতে বঙ্গ-কাব্যক্ষেত্রে অনেক কবি ফুটিয়া উঠিতেছেন সঙ্গে সঙ্গে কবিতা পুস্তকের ভূরি ভূরি বস্তা পুস্তক-বিক্রেতার দোকানের আয়তন বৃদ্ধি করিতেছে এরূপ কবি বহুল সময়ে কবিতাপুস্তক লিখিয়া আমার ন্যায় ব্যক্তির যশোলাভ করার আশা করা দুরাকাঙ্খা মাত্র

এই পুস্তকের কবিতা গুলিন্ স্বজাতীয় ভাবাপন্ন হওয়া বিধায় আমার ভরসা আছে, যে ইহার ছত্রে ছত্রে দোষ দৃষ্ট হইলেও মার্জ্জনীয় হইবে। নিবেদন ইতি

বিনয়াবনত

গ্রন্থকার।

সূচী।

মাতৃ চরণে	...	...	...	১
আত্মোৎসর্গ	...	...	...	২
নবজীবন	..	..	...	৪
সুপ্তোত্থিত	.	.	..	৯
জাতীয় মিলন	..	...	..	১২
একতা	...	...	.	১৩
অসতর্কের প্রতি	..	...	..	১৭
আশ্বাস	...	...	..	১৯
জন্মভূমি	...	...	...	২৩
বিজনে	...	...	..	২৭
আর্য্য-গাথা		...	..	৩৩
মুসলমান ভাই	...	...	...	৩৯
পথে প'ড়ে থেকোনা	...	...	...	৪২
মায়ের বাণী	...	...	...	৪৩
মায়ের ছেলে	...	...	...	৪৪
পেটে নাই অন্ন পানি	...	...	...	৪৫
সভ্য ও অসভ্য	...	...	...	৪৬
সাদা কথা	...	...	...	৪৯
ভুলোনা	...	...	...	৫৫
কি বলিব আর	...	...	...	৫৮

৭৫২ ।১৫৭
8 April 1901

বিজনে বিলাপ।

মাতৃ চরণে।

এ হৃদি নিকুঞ্জে মাগো, যদিও শুকায়ে গেছে,
তোমার সে অর্চ্চনার ফুল
যদিও থামিয়া গেছে সুমধুর বীণার ঝঙ্কার ;
নাই অলি গুঞ্জন মৃদুল।

বিহগ মধুর তানে যদিও গাহেনা আর
জাগাইয়া উন্মাদ উচ্ছ্বাস
সুরভি মলয় আর যদিও প্রভাতে সাজে,
ঢালেনা সে সুবিমল বাস।

তবু কি দাসের মনে নিবেছে সে অগ্নিশিখা,
মিটেছে সে অতৃপ্ত পিপাসা ?
নাই কি নাই কি মাগো এক্ষীণ পরাণে মম,
ও চরণ পূজিবার আশা ?

মানস খনিজ-জাত দুর্ল্লভ রতন দিয়ে
পূজে যাহা মহাজনগণ
ভাবি আমি দীন হীন, কি দিয়া পূজিব তব,
সে রাজিব যুগল চরণ

তবু যাহা কৃপাময়ী দিয়াছ এ দাসে তুমি,
দরিদ্রের জীবন সম্বল
দিবে আজি তাই তোমা মিটাব মনের সাধ,
পদে ঢালি তপ্ত আঁখিজল

আত্মোৎসর্গ

মাগো !
আমি অধীর চঞ্চল অবোধ বালক
তোমার কোলেতে বসিয়ে ;
কাটি পুলক সাগরে ভাসায়ে জীবন
অলস নেশায় ডুবিয়ে
তুমি কতই আদরে পালিছ আমায়
সোহাগ অঞ্চলে ঢাকিয়ে ;
আমি মোহ মদিরায় রহিয়া মগন
থাকি মা তোমারে ভুলিয়ে
তুমি কত ভালবাস দাও কত তুলে
রাখ গো বক্ষে চাপিয়ে ;
আমি নিঠুর পাষাণ স্নেহ পাশ কেটে
যেতে চাই তোমা ছাড়িয়ে
তুমি তবু দয়া করি রাখ বক্ষে ধরি
সান্ত্বনার ভাষে তুষিয়ে ;
আমি ভাবি না তিলেক অবহেলি তোমা
দেখি না বারেক চাহিয়ে

নিত্য নবনিত ক্ষীর মলয় সমীর
সুশীতল নীর আনিয়ে ;
আহা শিশুটির মত রক্ষিছ আমায়
ক্ষুধা তৃষ্ণা শ্রান্তি নাশিয়ে
আমি তবু ভুলে যাই ফিরে না তাকাই
দূরে—দূরে যাই ছুটিয়ে ;
তুমি মধুর বচনে বুঝায়ে আবার
কোলে তুলে নেও টানিয়ে
আহা বিপদে সম্পদে সুখ দুঃখ মাঝে
কভুত যাও নি ফেলিয়ে ,
কত শোক পাপ তাপে আশা নিরাশায়
রেখেছ বুকেতে জড়িয়ে
মোর পদ ক্ষত হ'লে ঝ'রে তব আঁখি
নীরস মরুটি তিতিয়ে ,
শত অপরাধ ভুলি লও কোলে তুলি
আশীষ, মস্তক চুমিয়ে
আমি তবে কেন হায় ভুলি মা তোমায়
থাকি তব দুঃখ ভুলিয়ে ;
এই নিলাজ হৃদয় শতধা হইয়া
কেন গো যায় না ফাটিয়ে
আজ ছুটেছে কুহেলি ঘুচেছে স্বপন
জেগেছি সাধন লাগিয়ে ;
দাও আশীষ কুসুম শিরেতে আমার
বরমা—সেবক করিয়ে

শত শত জন্ম খেদ গ্লানি অপবাদ
ফেলিব আজিকে মুছিয়ে,
এই ক্ষুদ্র জীবনেরে দিব গো মা আজ
সাধন অকূলে ভাসিয়ে
আজ দিব—সবি দিব, তোমার চরণে
কিছুই আমার লাগিয়ে;
ভবে রাখিব না আর জীবন আহবে
দেখিব এবার যুঝিয়ে
যদি পারি ঘুচাইতে তব অপযশ
সাধন শিখরে উঠিয়ে,
তবে সফল জীবন নতুবা মরিব
তোমারি কল্যাণ লাগিয়ে,
মাগো দাও বর দাসে মৃত্যু শয্যা'পরে
অভয়া! তোমারে স্মরিয়ে;
যেন মুদি আঁখি তারা বিগলিত ধারা
চরণ সরোজে ঢালিয়ে

নবজীবন

গাও আজি জয় পূর্ণ মধময়
নবীন জীবন প্রাতে
অতীত বেদন হও বিস্মরণ,
নব সুখ আন চিতে।

ভরা সুধা বাস কুসুম বিথর
প্রভাত সমীরে দোলে।
হেসে হেসে হেসে সে 'হায়' জানায়ে
লতিকার কোলে ঢলে
বিগত সৌরভ জীর্ণ ফুল্ল তনু
শুষ্ক বৃন্ত মূল ছাড়ি
বাসি পুষ্প যত বিষাদে মলিন
ধরা বুকে প'ড়ে ঝরি
গাও আজি জয় জীর্ণ আশা চয়
নবীন করিয়া গড়
ভুলিয়া অতীত নিরাশা লাঞ্ছনা
নবীনে আকড়ি ধর
দুঃস্বপন প্রায় দাওয়ে বিদায়
অতীত জীবন খেদ
দূর কর পাপ কলুষ সন্তাপ
সমাজ দুর্নীতি ক্লেদ
গাও আজি জয় পূর্ণ মধুময়
বিহগ ললিত তানে
পীড়িত হৃদয় নব বল পেয়ে
জাগে যেন সেই গানে
অভিনব ভাবে বিদূরি অভাবে
স্বভাবে উদার কর
অসাধু বাসনা কর পরিহার
হও আরো সাধুতর

কদর্য্য অসত্যে করোনা সম্মান
সত্যেরে যতনে পূজ
কটু মন্দ ভাষ নিন্দা উপহাস,
হিংসা, দ্বেষ, বিষ ত্যজ
গাও আজি জয় পূর্ণ মধু ময়
কর হৃদি সুকুমার্
পদ গর্ব্ব আর ধন অভিমান
তার কাছে কোন ছার্।
শান্তির সলিলে দাও আজি ঢেলে
সহস্র বৎসর ক্লেশ।
হৃদে নব তৃষা পর নব ভূষা
ধর আজি নব বেশ
গাও আজি জয় পূর্ণ মধুময়
প্রভাত জীবন গাঁথা
কর আবাহন নবীন জীবনে
ভুলরে বিগত ব্যথা।
সহস্র বৎসর জীর্ণ কলেবর
জরা জরে মৃত প্রায় ;
সহস্র বৎসর ঘন ঘোরতর
নিবিড় তিমির ছায় ;
সহস্র বৎসর ধরণী উপর
বিঘোরা-নিশীথ ভালে,
ভাসি ভাসি কত মেঘ শত শত
ছুটিত বিজলী জেলে

ওই উষা আসে জাগ সবে আজ
জীবন প্রভাতি গেয়ে,
জরা জীর্ণ তনু কর সুকুমার
প্রভাত সমীর বায়ে
গত কাল স্রোতে ঢালরে অতীতে
নবীনে আদর কর।
মধুর সান্তনা জাগাইয়া চিতে
মহৎ বাসনা ধর
গাও আজি জয় পূর্ণ মধুময়
নবীন জীবন প্রাতে
কলহ বিচ্ছেদ কর সবে দূর
পুণ্য ভালবাসা ব্রতে
শিরা শিরা বাহি নবোদ্যম শিখা
উঠুক আজিকে জ্বলি
ফুটুক হৃদয়ে তরুণ কোমল
বাসনার কলি গুলি
সমাজ রাক্ষস ফেলি ফেলি গ্রাসে
কোমল কুসুম প্রায়,
কত কচি কচি ললনার প্রাণ
পিশিছে দংশন ঘায়
কুবিধি কু প্রথা অন্ধ দেশাচারে
চরণে দলিয়া আজ
কর চুরমার ! সমাজ সংস্কারে
ঘুচাও ভারত লাজ

গাও আজি জয় পূর্ণ মধুময়
জলদ গম্ভীর স্বরে
মুছি অশ্রুধার অতীতেরে আজ
দাওরে বিদায় করে
কুল দর্প নাশি ধর আজি তুলে
'অধম পতিত জনে,
জীবনের পথে লও তারে সাথে
প্রেম ডোরে বাঁধি প্রাণে
লাজে ভয়ে গলি যাহা দে'ছ ফেলি
আজিকে তাহাই ধর,
গড় দৃঢ় পণে স্বদেশ কল্যাণে
তাহাই নূতন তর
শুভ হিত তরে উঠ প'ড়ে প'ড়ে
সাহসে ছুটিয়া চল,
সাধ নব ব্রত বিঘ্নে করি হত
বিপদ ভয়েনা টল
গাও আজি জয় ভারত তনয়
জীবন প্রভাতি গান,
যথা মধুমাসে কল-কণ্ঠ ভাষে
ধরে পিক মধু তান
তেমনি আজিকে গাও কবিকুল
নবীন জীবন গাথা
পীড়িত হৃদয় জাগে যেন তায়
ভুলিয়া অতীত ব্যথা

সুপ্তোত্থিত

বধিরেরা এইবার শুনেছে শ্রবণে,
মায়ের আহ্বান
অ-সিন্ধু হিমানী গিরি টলেছে এবার,
গলেছে পাষাণ
জড় দেহে এইবার বিদ্যুৎ প্রবেশি,
দিয়াছে চেতন
নিবিড় তিমির-মগ্ন দেখিয়াছে এইবার
উষার কিরণ
এবার ত্রিদিব হ'তে সঞ্জীবনী সুরে
নামিয়াছে গান।
অলস শয়ন হ'তে এইবার ঘরে ঘরে
জাগিয়াছে প্রাণ
লাঞ্ছিত শার্দ্দূল ক্ষুব্ধ ক্ষুধিত পরাণে
ভেঙ্গেছে পিঞ্জর
ঠেলিয়া বালির বাঁধ বেগে ভাগীরথি
চলেছে সাগর
পথহারা এইবার দিব্য নেত্র বলে
দেখিয়াছে পথ
উন্নতি শিখর শিরে উঠিতে পতিত
করেছে শপথ।
এইবার মেঘ মন্দ্রে শুনেছে সবায়
কালের হুঙ্কার।

কে যেন মোহন মন্ত্রে ব রিয়াছে মৃতে
জীবন সঞ্চাব
অলক্ষেতে দৈব-বাণী এনেছে বহিয়া
নবীন বাবতা
এইবার বঙ্গাকাশে উদিয়াছে বুঝি
নবীন সবিতা
যে ব্রতে দিক্ষীত হয়ে জাগিয়াছ সবে
মায়েব অঙ্গনে । ;
এ নহে সামান্য রঙ্গ, আত্ম বিসর্জ্জন
জননী চবণে
এ নহে কর্ত্তব্য শূন্য অলসেব কথা,
গৃহ কোলাহল ;
এ যে মহা পুণ্যব্রত, তপস্যা কঠোর
কর্ম্মেব কল্লোল ;
এ নহে গো ভাতৃদ্রোহ, জাতির বিনাশ,
স্বার্থেব সাধন ;
এ যে ঘোর পবার্থতা, বীবত্ব অতুল;
দেবত্ব মহান্
এ নহে গে বালকেব বৃথা আস্ফালন,
দাম্ভিকত্ব সরল ;
এ যে ঘোর কর্ম্মোচ্ছ্বাস, বীব হুহুঙ্কার,
একতার বল
পার যদি ভুলিবার দ্বিধ-ভেদ সবাকার,
ভাতৃ প্রেম পাশে পার বাঁধিতে হৃদয় ,

মনের কপাট খুলে অভিমান পদে ঠেলে
প্রাণ সনে প্রেম যদি কর বিনিময়,
তবেরে অভাগা জাতি উন্নতি গগণে ভাতি
আবার উদিবি তোরা নব তেজোময়
আকাশের গ্রহদল, অতল জলধি জল,
সে দিন তোদেব আজ্ঞা মানিবে নিশ্চয়;
গভীর আশ্বাস আনি শূন্য গর্ভ হিয়া খানি
যে দিন করিবি সত্য ভক্তি প্রেম ময়
সঙ্কল্পেতে অটলতা প্রাণ ভরা সরলতা
হৃদয়ে উত্তম বহ্নি, সাহস দুর্জ্জয়,
যে দিন জালিবি তোবা, সসাগরা বসুন্ধরা
সম্ভ্রমে ফিবাবে আঁখি মানিয়ে বিস্ময়
ত্রিশ কোটী এক সনে ডাকিলে মা উচ্চতানে
রোমাঞ্চ হইবে বিশ্বে, ভাবত তনয়।
যাহাদের পদতলে লুটাতেছ প্রভু বলে
ধন, মান, বিসর্জ্জিছ মানিয়ে সভয়,
ভাণ্ডাব কবিয়া শূন্য দিয়ে মান ধন ধান্য
মাগিছে লতেছ শুধু দাসত্ব অভয়;
জাতিত্বের অভিষেকে নব দিবা-করালোকে
যে দিন করিবি প্রাণ পবিত্রতা ময়,
সে দিন তাবাই দূবে লাজে ভয়ে ববে সড়ে
সম্ভ্রমে চাহিবে ফিবে মানিয়ে বিস্ময়
পার যদি ভুলিবার দ্বিধা ভেদ সবাকার
ভাতৃ প্রেম পাশে পার বাধিতে হৃদয়।

মনেব কপাট খুলে অভিমান পদেঠেলে
প্রাণ সনে প্রেম যদি কব বিনিময়,
তবেরে অভাগা জাতি উন্নতি গগণে ভাতি
আবার উদিবি তোরা নব তেজোময়

জাতীয় মিলন

জ্বাল জ্বাল জ্বাল প্রাণে উত্তম অনল,
অবিচল কব হৃদি বল,
অটল সঙ্কল্প করি জাতীয় পতাকা ধরি
এইবাব স্থিব লক্ষ্যে চলবে দুর্ব্বল
একতাব দৃঢ ডোবে বাধরে হৃদয,
কব প্রাণ ভ্রাতৃ প্রেম ময়,
রবে না পথেতে পড়ি নিযে যাবে হাতে ধবি
সর্ব্বোপবি একজন আছে দয়াময়
মাযেব করুণ বানী শুনবে বধির,
এইবাব লক্ষ্য কব স্থিব,
অদম্য সাহসে মাতি বজ্র সম কব গতি
আপনাব তেজে হও আপনি অধীব
পুণ্য মাতৃ নাম স্মবি ভুল অভিমান,
একতারে বাধ আজি প্রাণ,
এবার স্বদেশ তবে জাতিত্বের গর্ব্ব করে
হউক তোদের শুভ জাতীয় মিলন

তোদের এ শুভঙ্করী জাতীয় মিলন,
একতার এ দৃঢ় বন্ধন,
দিন দিন পেয়ে নব বল   মত মুখ করি সমুজ্জ্বল
করুক জগতে নব যুগের সৃজন
আসে যদি মহা সিন্ধু তুলি কালানল,
আসে যদি গিরি হিমাচল,
জগতের সর্ব্বজন   হয় যদি সম্মিলন
রোধিতে তোদের গতি, হবে হত বল
ত্যজ ভাণ মানি লও কর্ত্তব্য সরল,
পরিহর ক্ষুদ্র স্বার্থ ছল,
এ মিলন রহিলে অটল   খর্ব্ব করি ধরাতল বল
পারিবি অনন্ত শক্তি করিতে দুর্ব্বল।

একতা।

বল ভাই কতদিনে   পশিবে তোদের কাণে
জননীর মর্ম্মভেদী করুন রোদন।
আয় আজ হাতে হাতে   দাঁড়াইয়া এক সাথে
হৃদয়ে হৃদয়ে করি শুভ সম্মিলন।
সুখ দুঃখ স্বার্থ সিদ্ধি   একত্রে বাঁধারাখি
গাঁথ থাক এক সূত্রে জীবন মরণ
হবে তবে সফল জীবন
যেমতি বিমান পথে   মহ বেগে একসাথে
অসংখ্য তারকাদল ভ্রমে অনুক্ষণ,

জ্যোতির্ম্ময় শুভ্রকায় একত্র প্রকাশ পায়
আবার একত্রে সবে হয় অদর্শন,
অদৃষ্ট গোপন টানে এক পথে এক সনে
অনন্তের মহাশক্তি করে আকর্ষণ;
অন্তরিক্ষে থাকিয়া গোপন

তেমতি একতা তারে প্রাণে প্রাণে গাথা হারে
তোদের জাগুক দেখি নবীন জীবন
নবীন উত্তম জ্যোঃতি হৃদয় গগণ ভাতি
করুক জীবন পথে আলো বিতরণ
গভীর প্রেমের টানে এক লক্ষ্যে এক সনে
বাধা বিঘ্ন পদে পদে করি বিদলন,
যাও আজ করি দৃঢ় পং

বিন্দু বিন্দু বারি মিলে জলধি গড়িয়া তুলে
কাঁপে তার ঘোর নাদে আকাশ ভূবন।
ত্রিশ কোটী নর নারী যেন বিন্দু বিন্দু বারি
একত্রে মিশিতে যদি পার কোন দিন;
দেখিবে সে একতার জিনি শত পারাবার
প্রবল শকতি রাশি টলাবে ভূবন।
এত নহে নিশার স্বপন।

সে দিন আসিবে কিবে আবার তোদের তরে
উদিবে কি সুখ সূর্য্য ভারত গগণে?
উচ্চ জয় নাদ তুলি গগণে উড়ায়ে ধুলি
তোরা কি যাবিরে ছুটে কর্ম্ম-ক্ষেত্র পানে?

আজন্ম দাসত্ব রেখা ললাটে রয়েছে আঁকা
হৃদয়—শোণিতে তাকি মুছিয়া কখনে
জয়ধ্বজা উড়াবি গগণে ?

জীবনে কি কাজ তবে কি কাজ বাঁচিয়া ভবে
পবিত্র মানব নামে কলঙ্ক রোপন ,
নরাধম কোন জাতি নিবায়ে উন্নতি বাতি
অন্ধকারে লুপ্ত তেজে কাটেরে এমন ?
জগতে সবাই জাগে নব দিবাকর রাগে
তোরাই কেবল মোহ নিদ্রায় মগন,—
দিন যাপ পশুর মতন

আত্মপর যাবে ভুলি ঘরে বসে দলাদলি
কোন লাজে অলসেরা করিস্ এমন ?
জীবিত কি মৃত তোরা আছে কি তোদের সাড়া
ভ্রান্তি বশে আত্মহারা ভাব তাকি মন ?
জগতের গতি দেখি যদিও মেলেছ আঁখি
তবু ভাবি একি সব বৃথা অস্ফালন ;
চিরভ্রান্ত আছিস্ যেমন !

বদি ওরে বধিরেরা ! এখনো থাকিবি তোরা
অলস-শয়নো'পরি ঘুমে অচেতন ;
তবেরে জানিবি মনে এক দিন এ ভুবনে
মিলিবে না তোমাদের বিশ্রাম ভবন !

যেমন অনার্য্যগণ এখনও বনে বন
অন্ধকারে কাটে কাল পশুর মতন,
তা'ই হবে তো'দের তখন

যেরূপেতে আর্য্য জাতি মহা তেজো গর্ব্বে মাতি
করেছিল এ ভারতে অনার্য্য দলন,
একবার ভাব মনে দুর্জ্জয় প্রাশ্চাত্য গণে
করিতে পারিবে নাকি তোদেরে তেমন ;
চারি দিকে জয় নাদ গৃহ কোনে পরমাদ
শিরেতে দাসত্ব ছাপ্ কলঙ্ক ভূষণ ;
কোন লাজে দেখাস্ বদন ,

একবার দেখনারে জননীর বক্ষো'পরে
হানিতেছে কতজন দাম্ভিক চরণ
কেমনে নির্লজ্জ প্রায় পরিপাটি সভ্যতায়
গৃহকোনে ব'সে কর অসার তর্জ্জন ।
জননীর আঁখি জলে ভাসে ক্ষিতি গিরি গলে
না জানি তোদের প্রাণ কঠিন কেমন ।
তাই শুষ্ক রাখিস নয়ন

পুণ্য জন্মভূমি তরে অটল সঙ্কল্প ক'রে
একবার জয় নাদে জাগরে এখন
ফলাফল নাহি গণি জননীর আজ্ঞামানি
কর্ম্মক্ষেত্রে মহাব্রত কর উদযাপন ,

মর কিম্বা বাঁচ তায় তোমাদের কিবা দায়
সাধিবে কর্ত্তব্য ঢালি মানব জীবন,
নাহি গণি উন্নতি পতন

অসতর্কের প্রতি।

এখনো অনেক দূর, হও রণোন্মুখ
বাঁধি হিয়া সহিষ্ণু শৃঙ্খলে
ত্যজ বাহ্য আড়ম্বর, নমি নম্র শির
বজ্রাঘাত লহ বক্ষ-স্থলে
বৃথা বাক্যে কাজ নাই কর পরিহার
দুর্ব্বলের অসার তর্জ্জন
পুণ্য মাতৃ নাম স্মরি, দাও এইবার
কর্ম্ম যজ্ঞে আহুতি জীবন
ও কি, ছি ছি চপলতা বৃথা আস্ফালন,
এখনো কি পারনা ছাড়িতে?
গভীর কর্মোচ্ছ্বাসে মত্ত করি মন,
যাও ধীরে অবিচল চিতে
গোলামের জাতি তোরা, দেখনাকি চেয়ে
পদ জোড়া দাসত্ব শৃঙ্খল,
কেমনে ঘুচাতে তাহা চাহ একদিনে;
জন্ম জন্ম অভিশাপ ফল,
প্রদীপ্ত উদ্যম বহ্নি, জ্বালি প্রাণে প্রাণে
আজি তোরা আয় সবে আয়।

করিব সঙ্কল্প দৃঢ় মায়ের অঙ্গনে,
দিতে প্রাণ জননীর পায়।
যাহাদের নাই কিছু ছিলনা কখন,
তারা দেখ দীপ্তরবি প্রায়
তুলিল গৌরব ধ্বজা, যশের কিরণ
ছড়াইয়া বিপুল ধরায়
অনন্ত জ্ঞানের ভাণ্ড ভারত মাতার,
কত মণি রত্ন রাজে তায়,
নব প্রাণ বিতরিল জগতে সবায়;
তোরা শুধু রহিলি নিদ্রায়
একবার চেয়ে ত্থাখ নবীন জাপান
কি সাহস দেখাল জগতে।
তোরা যে পুরাণ-জাতি আর্য্যের সন্তান,
তোরা কেন লুটাস্ ধূলাতে।
জগতে সবাই জাগে মানের লাগিয়া,
জন্ম ভূমির সাধিতে কল্যাণ,
সকলেই হাসি মুখে, শোণিত ঢালিয়া
দিতে পারে আত্ম বলিদান
তোরা কি জানিস্ কিছু, জানিবি কেমনে!
চির নিদ্র অলসের দল;
যদিও জেগেছ আজ, আবার দুদিনে,
ভুলিও না মাতৃ আঁখি জল।
সতর্কে সন্তর্পে ধীরে হও অগ্রসর,
ত্যজ বৃথা বাক্যের বিন্যাস।

অন্ধকারে হারায়োনা, ভাই! এইবার
পূর্ণ কর জননীর আশ।

আশ্বাস।

উঠ গো মা কাঙ্গালিনী হের ওই দ্বারে,
অনাথ সন্তান আজি ডাকিছে তোমারে
ত্রিশ কোটী পুত্র কন্যা সজল নয়নে,
রয়েছে চাহিয়া মাগো তব মুখ পানে।
ক্ষম পূর্ব্ব অপরাধ, ত্যজ অভিমান,
সাধ মাতৃ আশীর্ব্বাদে সন্তান কল্যাণ
পেলে মাতৃ আশীর্ব্বাদ তব পুত্রগণে,
আবার পাইবে বল ম্রিয়মাণ প্রাণে।
আবার আকাশে তব নব দিবাকর,
বিদূরিতে তম রাশি বিতরিবে কর
আবার সে উচ্চ কণ্ঠে তব জয়ধ্বনি,
মহী সিন্ধু ব্যোম ভেদি হবে প্রতিধ্বনি
আবার সে চির প্রিয় তব শ্যাম গান,
গভীরে হইবে গীতি দিবে নব প্রাণ
অভিনব কর্ম্মযোগে তব তপোবনে,
আবার হইবে মগ্ন মহাযোগীগণে
অভিনব শাস্ত্র রাশি হইয়া প্রণীত,
নবীন জ্ঞানের আলো আনিবে ত্বরিত।
উঠরাণী গরবিনী! নয়নের ধার

মুছে ফেল ! এ বিষাদ সাজে কি তোমার ?
তুমি যে মা ত্রিশ কোটী সন্তান জননী,
তুমি ধন্যা ধরা মান্যা পূজ্যা রাজরাণী
ওই হের মাত তব পুত্র কন্যাগণ,
"জয় মা ভারতী„ বলে ভাঙ্গিছে গগণ
ওই হের তব শিরে মুকুটের প্রায়,
হিমাদ্রি স্পর্শিছে নভো অতুল স্পর্দ্ধায়
বেড়ি তব পদ তল অতল জলধি,
স্ফীত বক্ষে ঘোর নাদে গর্জ্জে নিরবধি
মেখলা তোমার ওই গিরি বিন্ধ্যাচল,
কটিদেশে এখনও রয়েছে অটল
পুণ্য সলিলা তব নদ নদী যত,
পবিত্র শরীর তব করিছে বিধৌত
এ সব থাকিতে তুমি কিসে কাঙ্গালিনী,
কেন বা এ অশ্রু ধারা ওই বিষাদিনী !
তব পুণ্য শস্য ক্ষেত্রে ফলিছে স্বর্ণ,
অন্নপূর্ণা নানা দেশে দিতেছ মা অন্ন
অক্ষয় ভাণ্ডার তব, বিদেশীর আসি,
ছলে বলে ধন রত্ন নেয় রাশি রাশি ।
তোমারি বুকের রক্তে মানুষ যাহারা,
অবহেলে তব পানে চাহে না তাহারা ।
অযোগ্য সন্তান মাগো আমরা সবাই,
এত ক্লেশ চিরদিন পাও তুমি তাই ।
কেন মা করুণা-ময়ী স্নেহ-ভরা প্রাণ,

নরাধম পুত্রগণে কব বিতরণ।
অপাত্রে বিতরি স্নেহ পাও প্রতিদানে
পদাঘাত, অপমান,—সন্তপ্ত পরাণে।
দূর কর স্নেহ রাশি, এ সুখ স্বপন
ঘুচায়ে অভাগাদেরে কর নির্ব্বাসন
দিগে দিগে, রুদ্ধ কর ভাণ্ডার কবাট,
অলসেরা নিজ হস্তে গড়ুক ললাট
অক্ষয় স্বর্গের সুখ পেলে অনায়াসে,
বুঝেনারে অন্ধ ভোগি ভ্রান্তি মোহ বশে
এ অতুল সুখৈশ্বর্য্য শান্তি, পুণ্য চয়,
হারাইল মোহ বশে ভারত তনয়
মেল আঁখি অনাথিনী চাহ একবার,
আন নব জীবনের আশীষ সম্ভার।
নিদ্রিত সন্তানগণ সুস্বপ্ন দেখিয়া,
এবার উঠেছে জাগি প্রমাদ গণিয়া।
এখনো তিমির ঘোর নিশা ভয়ঙ্কর'
উষার আলোক মাত্র আন শিঘ্রতর।
নবীন জীবন উষা সত্বর আনিয়ে,
উহাদের মোহ নিদ্রা দাও মা ঘুচায়ে
নবীন উদ্যম-কণা অগ্নি-শিখা প্রায়
জ্বলুক ওদের প্রাণে প্রদীপ্ত ছটায়
গভীর আশ্বাস আনি শূন্য হিয়া-পুরী,
কর পূর্ণ, যাক্ ওরা বিষাদে বিস্মরি।
জীবনে ওদের নাই বিশ্বাস সম্মান,

হাসি মুখে নাই ভবে দাঁড়াবার স্থান।
প্রাণের আগুণ বাশি চাপি হাহি মুখে,
নির্লজ্জের মত এরা ভাসে সদা সুখে।
ভায়ে ভায়ে নাই ঐক্য প্রীতি, ভালবাসা,
নিস্তেজ হৃদয়ে নাই উন্নতি পিপাসা।
প্রাণ খুলে ভায়ে ভায়ে মরম বেদন,
পারে না জানাতে এরা নির্ভয়ে কখন।
হাসি, কান্না, শান্তি, সুখ, আহার শয়ন,
সবাতেই এরা সবে চির পরাধীন।
ইহাদের মুখ পানে চেয়ে এতদিন,
বিমল সৌন্দর্য্য তব হয়েছে বিলীন
কাজ নাই বৃথা আশে ধৈর্য্য গে'ছে টুটে,
উগ্র রুক্ষ বাক্যবান্ হান মুখ ফুটে।
কোমল সরস তব করুন হৃদয়,
কর মা কঠিনা রুক্ষ তপ্ত-বালুময়
লালনের স্নিগ্ধ রস করি বিদূরিত,
অতুষ্ঞ অতৃপ্তি আন দুরাশা বিস্তৃত।
তবেত এ জড়বৎ অসারেরা সবে
যুগান্তরের অভিশাপ শিরে মানি লবে।
অন্ধ আত্মাদরে আর রবে না ভকতি,
মৃত্যুর দুয়ারে যাবে জানাতে শকতি
এইবার আন নব জীবনের উষা,
হৃদয়ে জাগায়ে দাও নব নব আশা।
নবীন আলোক ঢেলে জীবনের পথে,

চালাও দীক্ষিত করে শুভ, নব, ব্রতে
জাগিলে ওদের সুপ্ত ম্রিয়মান প্রাণ,
টলিবে হিমাদ্রি চূড়া, ফাটিবে বিমান,
আতঙ্কে কাঁপিবে ধরা, শুকাবে সাগর,
বিশ্ব মাঝে হ'বে এক নব যুগান্তর

জন্মভূমি।

ধরাতে স্বর্গরূপিণী, চিরারাধ্যা জন্মভূমি,
চিরদিন যুগে যুগে,
এই বর লব মেগে
যেন পদে ঢালিবার পারি মা জীবন আমি।
আয়ু, ধন, দেহ, শক্তি,
জ্ঞান, ধর্ম্ম, কর্ম্ম, ভক্তি,
সকলি তোমারি তরে
দিব মা উৎসর্গ করে
ল'ব শুধু চিরলভ্য "পদরেণু" শির নমি।

চাহিনা গোলকধাম, চাহিনা কৈলাস,
চাহি না নন্দন সুখ, ত্রিদিব নিবাস,
কেবল তোমারি বুকে
বিহরিতে পারি সুখে
"মা" ব'লে ডাকিতে পারি মিটাইয়া আশ।

কত ভালবাস মোরে আমি কি তা বুঝি ?
চিরদিন বক্ষে ধ'রে
পা'ল মোরে স্নেহভরে
বসন ভূষণ দাও তাতে আমি সাজি ।

তোমার অঙ্গন ছেড়ে যাই যদি কোন ঠাঁই
সুখেতে সন্তাপ জাগে
কাঁদি কত শোকাবেগে
ফিরে এসে তব বুকে জীবন জুড়াই

বিদূরিতে ক্ষুধা মোর তব ক্ষেত্রে শস্য ফলে,
তব নদ নদী নীরে
আমার পিপাসা হরে,
আমার নয়ন কোণে তোমারি তপন জলে ।

তোমার কানন গায় কত শোভা দৃশ্যাবলী
অবসন্ন প্রাণমনে
বল দেয় দিনে দিনে
তোমারি কুসুমবাসে হই কত কুতূহলী

তোমার অমূল্য গ্রন্থে লভি কত জ্ঞান,
আমার অজ্ঞানরাশি
হয় নিত্য ভস্মরাশি
তোমারি সঙ্গীতসুধা করি নিত্য পান ।

এত ভালবাস মোরে কর এত দান
অকৃতজ্ঞ আমি কবে
জীবনেরে তুচ্ছ ভেবে
রাখিতে কি তব মান করি প্রাণ দান ?

কভু কি তোমার তরে ওই জন্মভূমি,
ক্ষুদ্র স্বার্থ পদে দলি
গিয়াছি আপনা ভুলি
দিয়াছি যখনি যাহা চাহিয়াছ তুমি ?

পূজা অর্ঘ্য দূরে থাক্ আমি দুরাশয়,
অবহেলে অনাদরে
পর পদে তব শিরে
দিয়াছি আঘাত কত কাঁদায়ে তোমায়

তোমার শির্ষক শোভা কহিনুর তুলি
নির্ম্মম নির্দ্দয় প্রাণে
বিদেশীর শ্রীচরণে
মূঢ়মতি, কতবার দেছি আমি ঢালি,

তবুও করুণ নেত্রে চিরদিন তুমি
কৃপাকরি চাহি দাসে
পালিছ স্নেহের রসে
কত ভালবাস মোরে ওই জন্মভূমি

যাহার গৌরব তবে রণরঙ্গে মাতিয়া
অসুর, অমব নব
ব্যাপি যুগ যুগান্তব
জ্বালিতেছে রণ বহ্নি হেব বিশ্ব দহিয়া।

রাখিতে যাঁহার কীর্ত্তি ধরা পৃষ্ঠে আঁকিয়া
যুগে যুগে মহাপ্রাণ
করি ধরা কম্পমান
বীর দর্পে জয় রবে উঠে দেখ জাগিয়া

উপেক্ষি অস্থিব আয়ু বক্ত সিন্ধু গড়িয়া
দেখরে মানব জাতি
ধরি দিব্য দেবাকৃতি
ছুটিতেছে যাঁর লাগি বণ স্রোতে ভাসিয়া।

হা ধিক জীবনে মম, ধিক তোমা সবে ভাই!
নরেব অধম হ'য়ে
কেমনে নির্ম্মম হিয়ে
হেন পুণ্য জননীরে দুখেতে কাঁদাই!

কাতরে বিহ্বল প্রাণে ডাকে ওই আয় আয়!
বাজে না পাষাণ বুকে
গলেনা মায়ের দুখে
বলরে এ পাপ ভার কে বহিবে হায়!

সকলেই পুজে পুণ্য মোক্ষ জন্মদায়িনী
কেবল ভারতবাসী
পরায়ে গলায় ফাঁসি
করে তব অপমান পরপদ শিরে হানি।

বিজনে।

বিজন এ বনে বসি গাহি একা গান;
একা করি দুঃখের বিলাপ, নিজমনে।
কেহত আসেনা কাছে ম্রিয়মান প্রাণ,
জাগাইতে সান্ত্বনার মধুর বচনে

বিদ্রূপ কটাক্ষে কেহ হানে বিষবাণ
ভগন হৃদয়ে মম, কেহ ঘৃণাভরে'
পদে দলে করে যায় আরো ম্রিয়মাণ
আবার কেহবা যায় উপেক্ষায় ফিরে।

তবু আমি গাই, গাঁথি শোক মালা
তরল আঁখির নীরে, একা শূন্য মনে;
হাসি কত ক্ষিপ্ত প্রায় চাপি দুঃখ জ্বালা,
অনিমেষে চাহি ওই সুনীল গগণে।

কুতুহলে হেরি ওই নীলাম্বর ভালে
জ্বলে কত ধক্ ধক্ রতন ভূষণ।
কতবা মহিমা ছটা পুণ্য করজালে
আবরিছে অনন্তের অনন্ত ভুবন

চলেছে নক্ষত্র রাজি সারি সারি মিলনে,
আনন্দ বিপ্লব তুলি
নীলাকাশে কুতূহলী
অদৃষ্ট নিগূঢ় ডোরে অবিচ্ছেদ বন্ধনে।

এক লক্ষ্যে এক পথে ছোট বড় সকলে,
যে যাহার গতি ধরি
মহানাদে দিগ্ পূরি
ছুটিছে প্রচণ্ড দাপে ভেদি ঘন অনিলে

যে যাহার নিজ নিজ শক্তি রাশি প্রকাশি,
অনন্তের মহাঘোরে
স্ব-আবর্ত্ত ঘুরে ঘুরে
চলিছে অনন্ত পথে পরস্পরে আকর্ষি।

কি দৃঢ় একতা ডোর বেঁধেছেরে পরাণে,
কুসুমের হার প্রায়
তখনি খসিয়া যায়
এক গ্রন্থি ছিন্ন যদি—বিশ্বধাতা বিধানে।

প্রলয়ের মহাঝড় বহে বিশ্ব বিনাশি ;
উৎপাটি ব্রহ্মাণ্ড মূল
লয় প্রাপ্ত জীব কুল
রহে শুধু মহাকাশ মহাকোপ বিকাশি

ভাবি তাই অবিরাম সেদিন কি আসিবে ?
ভারত সন্তানগণে—
অমনি প্রেমের টানে
অবিচ্ছেদ প্রেমডোরে প্রাণে প্রাণ বাঁধিবে ?

বিজয়ী পতাকা তুলি মহানন্দে মাতিয়া,
গগণ নক্ষত্র বৎ
করি দিগ্ আলোকিত
ছড়াবে গৌরব রশ্মি বসুমতী ছাইয়া ?

আবার ভারতে কিবে বিজয়ের বাজনা
বাজিয়ে গভীর নাদে
গগণ গহ্বর ভেদে
করিবে এধরা মাঝে আর্য্য জয় ঘোষণা ?

নিজ নিজ শক্তি রাশি প্রাণ পণে ধরিয়া,
আর্য্য বীর্য্য তেজ গর্ব্বে
বীর মদে বীর দর্পে
দাড়াবে ভারত সুত আত্মপর ভুলিয়া ?

এক ভাগ্য ডোরে কবে পরস্পরে বাধিরি ?
উন্নতি পতন এক
শিক্ষা দীক্ষা সিদ্ধি এক
এক প্রাণে এক আশে এক লক্ষ্যে ছুটিবি ?

এক আর্য্য রক্ত যেবে সবাকার শিরাতে
এক মাতৃ কোল যুড়ে
এক স্তন্য পান ক'রে
তোদের সবার প্রাণ সম স্নেহ-সুধাতে।

তবে কেন দ্বিধা ভাই কেন এত ছলনা ?
গগণ গহন ছিড়ে
জলধি শাসন করে
চল যাই জয়োল্লাসে করি আজ সাধনা।

সুদৃঢ় প্রতিজ্ঞা করি ত্রিশ কোটী মিলনে
হই যদি অগুয়ান,
হবে ধরা কম্পমান,
সভয়ে নমিবে বিশ্ব জননীর চরণে

চল যাই হিমাচল বাহুবলে তুলিয়া
হানি নীল শূন্য গায়
চকিতে খুলিবে তায়
গগনের গুপ্ত দ্বার,—সে রহস্য ভেদিয়া

চল যাই মহাদর্পে বিধি কক্ষে পশিয়া
ভারত অদৃষ্টপাতে
অনল অক্ষর খাতে
এই হতে রাখি চল "চির জয়," লিখিয়া।

তার পর বিধাতার বিশ্ব ভাণ্ড ভাঙ্গিয়া
ধরণীর অজ্ঞ যাহা
চলগে আনিব তাহা
বিধাতার ভাণ্ডারের বিশ্ব জ্ঞান লুটিয়া

গগন নক্ষত্রগণে তন্ন তন্ন খুজিয়া
নব নব জ্ঞান চয়
আনি চল সমুদয়
বিমান বিহারী-গণে বীরদর্পে শাসিয়া

মেঘের নিবিড় বক্ষে তার পর পশিয়ে
চঞ্চল চপলা ধরে
আনি এই ধরা'পরে
নাচাই আবার মোরা চরণেতে বাঁধিয়ে।

জ্ঞান বলে সমীরণ আবরণ খুলিয়া
এখনও গুপ্ত যাহা
এসনা দেখাব তাহা
বিশ্বজন চিত আজি বিস্ময়েতে মোহিয়া।

একিরে স্বপন শুধু দেখনা তা ভাবিয়া,
কি অপূর্ব্ব জ্ঞান স্রোত
কি শকতি অদ্ভূত
দেখাইছে, ইউরোপ, আমেরিকা, এসিয়া। (জাপান)

জ্ঞানে বলে বল্ তোরা জগতে কা'রে হীন ?
জন বলে স্থাখ ভেবে
পাব নাকি এই ভবে
সাধিতে অসাধ্য —যাহা ভাব মূঢ় দীন

হায় মা জনম ভূমি কত কাল কাঁদিবে ;
ম্রিয়মাণ ও হৃদয়ে
এ পাপ কলঙ্ক লয়ে
পৃথিবীতে কতদিন হেনরূপে যাপিবে ?

আর্য্য প্রেম অশ্রুধারা যে পবিত্র চরণে
নিরন্তর বরষিত
আজি তাহা শৃঙ্খলিত
বন্নশীর্ষ চূর্ণ তব পর পদ দলনে

চিরদিন কাঁদ তুমি বিগলিত নয়নে ;
যতদিন বাঁচি মাত
এ বিজনে এই মত
আমিও ঢালিব অশ্রু তব পূণ্য চরণে।

আর্য্য-গাথা।

সেই পুণ্য আর্য্যভূমে হেন দশা কেনরে!
স্থদূর স্বপন প্রায়
কোথায় লুকাল হায়,
ভারতের সে মহিমা,
সে আর্য্য জ্ঞান গরিমা,
পবিত্র সমাজ নীতি,
সে শ্যাম মোহন গীতি,
কালের তিমিরা গর্ভে সকলি ডুবিলরে!
হায় মাগো আর্য্য ভূমি
কেন শীর্ণ কায়া তুমি,
বল কোথা তব বুকে
বীরেন্দ্র বিহরে সুখে
কোথা দেব অনুপম
ব্যাস কপিল গৌতম
আর আর মহাজ্ঞানী মহর্ষিরা কোথা রে!
কোথা আর্য্য বীর্য্য গর্ব্ব
দেব তেজ যাতে খর্ব্ব
কোথা সে কোদণ্ড শব্দ
ত্রিভুবন যাতে স্তব্ধ
সে মহা উন্নতি স্রোত
কোথা গেল মন্ত্রবৎ
সে জ্ঞান প্রবল বহ্নি কেমনে নিবিল রে

যে বীর্য্য অনল তেজে
দগধ করি অনার্য্যে
উজলি ভারত ভালে
গৌরব রশ্মির জালে
আবরিল বসুধায়
আজি তাহা কেন হায়
দুরদৃষ্ট কালিমেঘ আবরি রাখিল রে!
কেন না সে বীর্য্য রবি
যেন দীপ্ত অগ্নি ছবি
বিস্তারি প্রখর কর
ভেদি ওই মেঘ স্তর
আবার ভারত ভালে
তেমনি উঠেনা জলে
তেমনি অম্লান মুখে
ভারত ভাসেনা সুখে
মেঘ মুক্ত রবিপ্রায় নব প্রভা ময়রে!
এ দুর্দ্দিনে ঋষিগণ
কেন থাক অদর্শন?
তোমাদের সাধনায়
হ'ত বশ বিধাতায়
অনন্ত জ্ঞানের ভাণ্ড
এক দিন এ ব্রহ্মাণ্ড
তোমাদের করে তুলে যত্নে দিয়াছিলরে।
বেদ বেদান্ত পূরান্

নবীন জ্ঞান বিজ্ঞান
তোমরাই প্রথমেতে
প্রবল বন্যার স্রোতে
তৃপ্ত করি সুবনরে
ভাসাইলা ধরাপরে—
কেন সে ভারত আজ তামসে মগন রে
যে বিজ্ঞান বিপ্লাবন
টলাইছে এ ভুবন
তোমরাই মহা গ্রন্থে
মহা বিশ্ব জ্ঞান পাতে
রেখেছিলে ভিত্তি তার
আজি করি সুবিস্তার
জাতি কত শত শত
হইতেছে সমুন্নত
কেবল ভারত রহে পর পদানত রে
ভারতের শাস্ত্র জ্ঞান
করে সবে চক্ষু দান
তাঁহারি পদাঙ্ক ধরি
কতজনে দর্প করি
চরণে বাধিল ধরা
তাঁর ভাগ্যে চির কারা
নিজধন দিয়ে পরে
সে মাগিছে দ্বারে দ্বারে—
মণি হারা ফণী প্রায় তাঁর দশা হায়রে।

ভারত। তোমারি জ্ঞানের আলো
জগতের চক্ষু দিল
তুমি আজ অন্ধকারে
ভাসিতেছ আঁখিনীরে
কি হবে কাঁদিয়া আর
দৃঢ় পণে আর বার
সেই শক্তি সে সাহস
গৌরব উন্নতি যশ
লভিতে যতন কর অবসাদ ত্যজরে
নেহার অযোধ্যা আজ
গৌরবের ভগ্ন ধ্বজ
কোথা রাম পুণ্যবান
মহা কর্ম্মা ভক্তি মান
যে মহা শকতি বলে
ভাসাইল শিলা জলে
রাবণের দর্প হরে
বৈদেহী উদ্ধার করে
রাখিল অনন্ত কীর্ত্তি অনন্ত কালের তরে।
আজ সে শকতি রাশি
হারায়ে ভারত বাসী
জগতের ইতিহাসে
সুরঞ্জিত উপহাসে
অজ্ঞান অক্ষম বলে
পরিচিত কেন হলে

আব কি লভিবে তাহ পণে রাখি প্রাণ রে।
বিস্ময়ে হৃদয পুরে
মরমের স্তরে স্তবে
দংশে কীট অনুক্ষণে
কুরুক্ষেত্র মহারণে
বিজয়ী হ'লবে যারা
কেন আজ ভ্রান্ত তাবা
কাপুরুষ ভীরুপ্রায় কাটে বৃথা কালরে।
জাননা এ আর্য্য ভুমে
দুর্লভ বতন জন্মে
অভিমন্যু যুধিষ্টিব
পার্থ বীর্য্যবান ধীর
বীরপনা প্রতাপের
সতীতেজ সাবিত্রীর—
লক্ষনেব-আত্মদান
দধিচীর অস্থি দান
আর কত মহারত্ন যে ভারতে ছিলরে।
ওরে মূঢ় হিন্দু জাতি
কি হবে তোদের গতি
নিত্য তাবে অপমান
করিতেছে-বে অজ্ঞান—
দেবের বাঞ্ছিত আহা পুণ্য শান্তিময় রে।
যে আর্য্য অনল বান
করি ধবা কম্পমান

টলাইত দেব কুলে
শুকাত সাগর জলে
ভস্ম করি বন, গিরি,
প্রলয় মূরতি ধরি
শশধর দিবাকরে
মহাকোপে গ্রাসিবারে
বিস্তারি বিশাল জিহ্বা গগণে জ্বলিতরে।
মৃত কি জীবিত তোরা
দেখ চেয়ে বসুন্ধরা
ব্যঙ্গ করি আর্য্য গর্ব্বে
হানিতেছে মহা দর্পে
সে আগ্নেয় অস্ত্ররাশি
তোদের গৌরব নাশি
ছুটিতেছে আর্য্যভূমি বিধূমিত করে রে।
আর কি এ নব যুগে
নব তেজ-রবি রাগে
তোরাও ওদের মত
কর্ম্মক্ষেত্রে পুণ্য ব্রত
সাধিবি, জাগিবি আর
ওরে আর্য্য কুলাঙ্গার
লিখিবি শতাব্দি পাতে
অনল অক্ষর খাতে
ভারতের "জয়" পুন এ কলঙ্ক মুছেরে ?
এ সুখ স্বপন মোর সফল কি হবেরে ?

মুসলমান্ ভাই

ওহে মুসলমান্ ভাই কেন ভ্রান্ত এত !
কেশরী কুমার তোরা
কেন আজ দিশা হারা
লুপ্ত তেজে গুপ্ত আছ শৃগালের মত

হা ধিক্ তোদের প্রাণে নাই কিরে লাজ ?
সম্পদ, গৌরব, ধন,
দিয়ে সব বিসর্জ্জন ;
কেমনে দেখাস্ মুখ মানব সমাজ ?

ভাব দেখি যেই দিন মোগল, পাঠান,
পশিল ভারত মাঝে,
মহা বিজেতার সাজে,
সেদিন তোদের বীর্য্য ছিলরে কেমন ?

সে বীর্য্য অনল যবে জ্বলিল ভারতে,
হিন্দু নরপতি যত
পুড়িল পতঙ্গ মত
সাহস উন্নতি বীর্য্য ভেসে গেল স্রোতে ;
হিন্দুর গৌরব ধ্বজা লুটাল ধূলিতে ।

যে ভারতে আজ তোরা নিস্তেজ এমন,
মেঘে ঢাকা রবি প্রায়

নিবিড় অজ্ঞান ছায়
নত শিরে বহিতেছ অসার জীবন।
সে ভারত কৃতাঞ্জলি
জাতি মান কুল ঢালী
পালিত তোদের আজ্ঞা অদৃষ্ট যেমন।
সে দিনের কথা আজ হয়েছে স্বপন

কোন অভিশাপে বল্ হলিবে এমন ?
হতভাগ্য হিন্দুগণে
অত্যাচার নিপীড়নে
পদতলে দলিয়াছ পশুর মতন।
আজি সেই হিন্দু সনে
কেন এক ভাগ্য মেনে
দাসত্ব শৃঙ্খলে বল বেঁধেছ চরণ ?

বিজেতা বিজিত মাঝে দ্বেষ বিনিময়ে
মৈত্রেতা হয়েছে এবে
আর কেন দ্বিধা ভেবে
থাকিস্ দূরেতে সভে আপনা ভুলিয়ে ?

সহস্র বৎসরাবধি দুইটি যমজ,
হিন্দু মুসলমানে
ভরা বুকে ভরা প্রাণে
অনাথিনী কত আশে
পালিতেছে স্নেহ রসে

অভিমানে—অবহেলে কেন ভাই আজ
জননীর দগ্ধ প্রাণে—হানিবিরে বাজ—

মায়েব দুইটী ছেলে হিন্দু মুসলমান,
দুইটী যমজ মোরা
জননীর বুক জোড়া
দুইটী যে দুঃখিনীব অন্ধের নয়ন
ভুলো দ্বিধা ত্যজ দ্বন্দ জননী কারণ
আয় আজ ভাই ভাই
দাঁড়াইয়া এক ঠাঁই
একভাবে প্রাণে প্রাণ করিয়া বন্ধন,
দাঁড়াই যেনবে-দুটি যমজ সন্তান
সম্মীলিত শক্তি দুটি
অদম্য গতিতে ছুটি
এক সনে পাশা পাশি যাবিরে যখন,
তখন এ ধবা তলে
বল্ কোন মহাবলে
পারিবি না উড়াইতে তৃণের মতন;

দূর কব দেশাচার, ভ্রস্ত জাত্যক্রোশ,
পবিত্র ভ্রাতৃত্ব প্রেমে
"ভারতীয়" জাতিনামে
এই হ'তে পবিচিত হও সর্ব্ব দেশ।

"ভারতীয় মহাজাতি"
উন্নতি গগণে ভাতি
গৌরবে তোমারে আজ বিজয়ী পতাকা ;
"জয়মা ভারতী,, বলে
ত্যজ গর্ব্ব বীর্য্য বলে
রাখবে "ভারত,, জয় ধরাবুকে আঁকা

পথে প'ড়ে থেকো না।

শিখলে মায়ের পূজা,
ধররে গৌরব ধ্বজা,
"মান" রে শিবের ভূষা
পদে তারে ঠেল না

প্রাণ দিবে পণ করে
"মান" তবু রাখিবিরে
একতা সবার মূল করোনা করোনা ভুল
স্বার্থত্যাগ বিনে জেনো
হয় না রে সাধনা

জননীর পুণ্য নাম
জপ্ কর অবিরাম,

সব ঢালি তারি পদে
কর তার অর্চ্চন

শিরে তার নিবমাল্য,
আজ ধর নহে কল্য—
পূর্ণ হবে মনস্কাম
ত্যজ ঘৃণ্য ছলনা

কর্ত্তব্য জানিবে যাহা
সাধন করিতে তাহা
উন্নতি পতন ভেবে
বল আর কিবা হবে
দিন যায় চল যাই
পথে পড়ে থেকো না

মায়ের বাণী।

শুনরে ভাই মায়ের বাণী, মা আমাদের দীন দুখিনী,
ঘরে আছে মোটা বসন,
মায়ের তাঁতে হাতে বুনন,
তাইতে মিটাও মনের আশা, মায়ের আদেশ শিরে মানি
খেতের ভাতে মিটাও ক্ষুধা, কাজ কি মেগে পরের সুধা;
সুধা বলে বিষ ভুকিয়ে
জ্বালার বিষে ছট্ ফটানি

পিতল তামা কাঁস বাসনে, খাওরে মায়ের প্রসাদ মেনে,
ভাঙ্গ্‌লে তবু অৰ্দ্ধেক থাকে,
নাই থাক্‌লো বা চক্‌চকানি।
বেঁদের ধোক্কায় সোণার দরে ছাই ভস্ম সব আন ঘরে,
পরের ঘরে মনের খ্যালে
ঘরের পয়সা দেওরে মণি
যা আছে মা'র আপন ঘরে তার বেশি আর চেয়োনারে
পরের কৃপায় আশ রেখো না
মায়ের আদেশ শিরে মাণি

মায়ের ছেলে।

মায়ের ছেলে সবাই মোরা
কেনরে তবে ঝগ্‌ড়া ঝাটি
মায়ের ডাকে দলে দলে
যে যেখানে আয়রে ছুটী।
খেয়াল ভোলে কাট্‌ছরে দিন
মায়ের প্রাণে জলছে আগুণ
স্বাথ কত জনে হৃষ্টমনে
মায়ের ভাণ্ডার নেযায় লুটি
(ওরে) তোরা কি আছিস্‌ বেঁচে
সবার ছাঁচে
ঢালাই করা পুতুল থাটি।

একদিন ভাব্‌তে হবে
এ দিন কি এম্‌নি রবে
(তখন) মান, অভিমান, গুমর গুমান,
পলক্ মাঝে হ'বে মাটি

পেটে নাই অন্ন পানি

পেটে নাই অন্ন পানি ভাগ্য মানি
বল্ কতদিন থাক্‌ব পড়ে
(আঁধার ঘরে এমনি ক'রে)
এবার আশ ফুরাল নিরাশ এল
দিন এলো না দিনের পরে
(তাই একবার ভাব ওরে)
যদি যাই মুখ ফুটিয়ে দুঃখ জানাতে
বিপদ এসে চাপে ঘাড়ে
হাতে পড়ে লোহার দড়ি, হায় কি করি
দুঃখের কথা বল্‌ব কারে ?
(বল) মনের কথা রাখি চেপে (হায়রে হায়)
বাঁচব ক'দিন এমন ক'রে
অপমান পদে পদে হায় বিপদে
পড়লেম্ এবার বিষম ফেরে ;
বল ভাই কোথা যাব কারে বল্‌ব
চল্‌তে নারি প্লীহার ভরে

(হায়) সর্ব্বনাশ সবি গেল হায় কি হ'লো

বিচার নাইরে অধীন তবে ;

রমণীর মান রাখে না ভয় করে না

ধর্ম্ম নাশে দুরাচারে

রাজার এম্‌নি বিচার—কি চমৎকার

ভেদাভেদ্ নাই ঘুণাক্ষরে

তাই সাদায় কালায় কালার দণ্ড

কি দুর্দ্দশা ভবের ঘোরে।

সভ্য ও অসভ্য

যাহাদের নাই মান জাতিত্বের নাইরে গৌরব,

কোন লাজে উচু মুখে তারা তুলে সভ্যতার রব

প্রভু ব'লে পর পদে লুটায় যাহারা,

বঙ্কিম নয়ন ঠারে

দিবা রাতি ভুলকরে

"হু" বলিতে বলে না

"হুঁ" বলে বলিতে না

তারাও নরের গন্য সুসভ্য তাহারা ?

জন্মে জন্মে দাস্য-বৃত্তি হুকুমেতে খাড়া,

আহা কি অসীম গুণ

শিরে লাথি অগণণ

ভ্রূকুটি ভ্রূভঙ্গ মাত্রে পিতৃ নামটি হারা
কোন লাজে তারা বলে "সুসভ্য আমরা" ?

তবু অহঙ্কারে ভাবে ধরা খানি সরা,
মুখেতে ভুবন জিনে
পর নিন্দা সংগোপনে,
নিজ মুখে আত্ম-যশ গেয়ে আত্ম হারা
শিখি পুচ্ছে অঙ্গ ঢাকা
মরি কি মুরতি বাকা
তবু তরে "কা কা" ছাড়িলিনা তোরা ?
সভ্যতার অবম্বরে শুধু পটু তোরা

এত গুণ আর কার থাকে পেট ভরা,
দু পাতা না উলটিতে
ভেক্ যথা বরষাতে
ঘেঁঘর ঘেঁঘর রবে করে শুরু পারা,
বিদ্যার উদ্গার তুলি
গৃহ কোনে কুতুহলী
ঝাড়িস্ কতই তর বক্তৃতার ছড়া
অভিমানে স্ফীত বক্ষে ঘার করি তেরা।

এই কি সভ্যের নীতি উন্নতি ফোয়ারা
আরম্বর আস্ফালন অঙ্গ নাড়া ঝাড়া.

দূর হ'তে কিচি মিচি
কটাকট্ দন্ত খিচি
কার্য্য কালে পলায়ন লম্বকর্ণ থাড়া
বল এত গুণ তাই সুসভ্য কি তোরা ?

আহারে সুসভ্য জাতি ত ইতে বেচারা
অমূল্য জীবন রত্নে
আদরে অতুল যত্নে
নির্ব্বিবাদে শিকে তুলি রক্ষিছিস্ তোরা
হায়রে সভ্যের নীতি উন্নতি ফোয়ারা ;
সে দিন খুষর জাতি
সমর উল্লাসে মাতি
স্বদেশ গৌরব তরে
প্রাণ ঢালি অকাতরে
তুলিয়া বিজয় নাদ স্তম্ভিল এ ধরা ।
(বল) তারা ও অসভ্য আর সুসভ্যরে তোরা ?
ওই যে আফ্রীদিগণ
নগণ্য পশু যেমন
কাটে কাল গিরি বনে অন্ধকারে যারা ;
সে দিন রণতরঙ্গে
বীর তেজে বীর রঙ্গে
ভাসাল ব্রিটীশ বীর্য্য, বল দেখি তারা
অসভ্য বর্ব্বর আর, সভ্য জাতি তোরা ?

ওই যে অসভ্য ঘৃণ্য পাহাড়ে ভুটেরা
স্বাধীনতা বজ্রহাবে
সুমণ্ডিত শিরোপরে
অটুট গৌরব ধ্বজা তুলিয়াছে যারা,
তারাও অসভ্য আর সুসভ্যরে তোরা ?

তারা কিরে সভ্য জাতি ভেবে হই সারা,
পরের বসনে ভূষা,
পরের কৃপায় আশা,
আপনার নাই কিছু হত ভব্য যারা ;
কোন লাজে তারা বলে "সুসভ্য আমরা," ?

সাদা কথা।

যতই লিখি যতই শিখি দেই না যতই গালি
শুন বলি কথা সাদা
ভুল্‌বে না তার সাহেব দাদা
ঘুচ্‌বে না তায় পোড়া নামের কালি

কোন পুরুষে বল্ দেখিরে বাঙ্গালীর ছেলে
অস্থি চর্ম্ম মজ্জাগত
কুটিল কু-চক্র ব্রত
ছেড়েছিলি দাসের পেশা দলি পদতলে ?

এই মুখেতে দর্প এত দেখাও মর্দানি
শৌর্য্য, বীর্য্য, বীর-পণা
ইংরাজের কি নাইরে জানা
ঘরের বেড়াল হাঁকিস তোরা বনের সিংহ আনি

দেশ শুদ্ধ মানুষ থাক্‌তে কেউ দিল না সাড়া
দিন দুপুরে বণিক এনে
আগুন, দিলি ঘরের কোণে
হাস্‌লি হৃষ্ট তুষ্ট মনে রাজার মাথে খাড়া

ইংরেজের চাল্ চল্‌তি ইংরেজের বুলি
যতই দেখ যতই শেখ
সাদা কথা জেনে রেখ
পোড়া মুখ দেখে তারা যাবেনাক ভুলি

মার্কা-মারা মানুষ তোরা আচ্ছা যাদুগিরি
অকৃতজ্ঞ অবিশ্বাসী
ষড়যন্ত্রে বুদ্ধি বেশি
এ কথাটি খাঁটি হালে বুঝে-তারা ভারি।

সত্য কথা বল্‌ব এতে রাগ করোনা ভাই
ইংরেজের শাসনেতে
শান্তি এল এ ভারতে
নইলে এ সোণার দেশ হয়ে যেত ছাই।

অত্যাচার, অনাচার, অরাজক দেশে
বিরাজিত সর্ব্ব ঠাঁই
দুর্ব্বলের গতি নাই
মুখের গ্রাস পড়্‌ত খ'সে সবলের ত্রাসে

এখন কি আর ভারত মোদের তেয়ি মগের দেশ
সোণার ভারত ওদের হাতে
মোটা ধুতি মোটা ভাতে
সুখে দুঃখে এক রকমে আছে এখন বেশ।

পোড়া কপাল, বল্‌ব কি আর এম্‌নি কোথা পাবে ?
ঘরে ব'সে তামাক টেনে
ধুতি চাদর থানে থানে
পাচ্ছ কত মনোমত দিল্ খোলোস ভাবে।

আপন্ হ'তে হয় না কর্‌তে ক্যায়্‌ছা বাবুয়ানা,
আয়না চিরুণ ঘড়ি ঘড়া,
পাচ্ছ নিচ্ছ খুল্‌ছ তোড়া
খাচ্ছ ব'সে বসে ক'সে বিলাত তৈরী খানা।

বল্ দেখিরে আল্‌সে দাদা আর কি তুমি চাও ?
পা গুটিয়ে তক্তপোষে
তামাক টান মনের খোসে
মাঝে মাঝে প্লীহার সাথে অঙ্গুলি বুলাও।

কাজ কি বাব পৈতৃক প্রাণে লাগবে শেষে ব্যথা ;
মুখের কথায় স্বর্গে তুলে
নাচাও কেন দেশের ছেলে
মুখের কথায় কাজ হবে না শুন সাদা কথা

পার যদি ধনে প্রাণে রেখো না আর মায়া
দেশের তরে দেশের ছেলে
হাসি মুখে প্রাণটি খুলে
নেচে এসে নাওরে খোঁচে মায়ের চরণ ছায়া

দেশের কাজে যাওরে মজে কথার নাইক কাজ,
দাসের পেশায় বাঁচে যারা
তাদের কেন দর্প করা
কোন মুখেতে দর্প এত নাইকি ছি ছি লাজ ?

ভয় করো না পথে এসো মনটি করে সোজা
ভায়ে ভায়ে হাতটি ধ'রে
পথের কাটা ফেলে দূরে
যাবে যখন দেখ্‌বে তখন নাম্‌বে পিঠের বোঝা।

ইংরাজ রাজা দয়াল অতি প্রজার স্থখই চায়
স্বদেশ ভক্ত হও যদিরে
কাজটি কর হালটি ধ'রে
স্বদেশ প্রিয় মহৎ রাজা ভাল বাসবেন তায়।

শান্তি রক্ষি হাতের কাজ্‌টি শক্ত করে ধর।
জগৎ মান্য ইংরাজ জাতি
প্রজার সুখে প্রীত অতি
দীক্ষালয়ে তারই কাছে গুরু পদে বর.

বাণিজ্যে সহায় হবে কর আবেদন
কল্‌ কারখানা যাহা চাবে
রাজার কাছে অমি পাবে
আহা! ঠিক্‌ যেন শ্রীরাম প্রভু ইংরাজ রাজন্‌!

শুন রাজা মনের কথা দোহাই তোমায়
বাঙ্গালী দুর্ব্বল অতি
তাই ভাবি মহামতি
অনাদরে তারে যেন ঠেলিও না পায়

বিরহেতে দগ্ধ হয়ে তোমায় করি কোলে
ঘর ক'ন্নার সুখ সাগরে
মরাল হ'য়ে ভাসব নীরে
এই আশেতে প্রেম করিনু আজ কেন যাও ভুলে?

দুঃখের আগুণ আর জেলো না আর দিওনা জালা
যতই হই না কপাল পোড়া
ভেবে বুঝে দেখো গোড়া
এ ষ্টিম্‌ মেশিন্‌ নয়, ফুট্‌বল ও নয়,—মনের সঙ্গে খেলা।

দেশ শাসনে চতুর তুমি ভুল করোনা ভাই।
পেটের আগুন জ্বল্‌লে বেগে
মরার প্রাণটি উঠ্‌বে জেগে
করবে কি আর তখন রেগে ভাব দেখি তাই

অভাব নাইক তাইতে এরা স্বভাবে অলস,
হয় যদিবে অন্ন হারা
ছুট্‌বে তেড়ে পাগল পারা
গারদ ভাঙ্গা বাঙ্গা পদে হবে কি আর বশ ?

এমন নফর মিল্‌বে না আর সত্য কথা কই,
লাথি ঘুসি চড় চাপড়ে
পীলা ফাটাও দয়াকরে
ভক্ত হয়ে পায়ের জুতা তবু মাথে বই।

ভীরু হীরু যাহাই হই না তবু শুন বলি
রক্ত মাংসে হাড়ে গড়া
একই ছাঁচে ঢালাই করা
তোমরা না হয় গিণ্টি সোণা আমরা না হয় ফিকে কলী।

অষ্ট কোটি বঙ্গবাসী অন্ন মাগে দ্বারে,
রাজা হয়ে পাষাণ এমন
প্রজার দুঃখে কাঁদেনা মন
প্রজার নষ্টে তোমার ইষ্ট (বল) তুষ্ট থাকি কেমন করে।

ভুলোনা।

ভুলো মোরে, ভুলো মোর বেসুর রাগিণী।
আমার এ গান গুলি
চরণে ফেলিও ঠেলি
আমার নামের রেখা কলঙ্কিবে ধরণী,
তাই বলি, ভুলো মোর বেসুর রাগিণী।

কেবল একটি মোর দীনের কামনা,
জীবনের শুধু আশ,
দৈন্যের সেই হুতাশ,
আমাকে ভুলিতে দেখো "ভুল' কভু করো না।
সেই সনে "ভুলগুলি" ভুলে মোর যেওনা

কুসুমে ভুলিয়া যেও মনে তারে রেখো না,
ভুলো তার কীটগুলি,
ভুলো তার শুষ্ক কলি,
কেবল "সৌরভ" টুকু অযতনে ফেলো না
কুসুমে ভুলিযে যেও মনে তারে রেখো না

পূর্ণিমার পূর্ণ চন্দ্রে ভুলো ক্ষতি হবে না,
কলঙ্ক ভুলিও তার
প্রবাদ বাক্য অসার,
শুধু তার বিমোহন শোভা রাশি ভুলো না।
সে বিমল সুধা ধারা অবহেলা করো না।

ভুলে যেও কোকিলেরে মনে তারে রেখো না
শুধু সেই "কুহু" গান
ললিত মধুর তান
চিরদিন রেখো মনে দেখো তাহা ভুলো না
ভুলিও কোকিলে তুমি মনে তারে রেখো না

ভুলিও বসন্তে তাহে ক্ষতি কিছু হবে ন
নিকুঞ্জের শোভা রাশি,
কুসুমের মৃদু হাসি,
ভ্রমর গুঞ্জন ধীর,
নির্ঝরের স্বচ্ছ নীর,
সবুজ পল্লব গায়
রবি কর আভাময়
জীবনে কখনো তুমি এ সকলে ভুলো না
ভুলিও বসন্তে তুমি মনে তারে রেখো না

ভুলে যেও গত দুঃখ বিফল কামনা,
জীবনের পরাজয়
শত ক্ষত চিহ্ন পায়
গত দুঃখ এনে মনে কভু তুমি কেঁদনা
জীবনের উচ্চ লক্ষ্য জীবনেও ভুলো না

ভুলে যেও মনোবাদ মনে কবে থেকো না

বিচ্ছেদ কলহ দ্বেষ

সমূলে কবিও শেষ

ভ্রাতৃত্ব, বন্ধুত্ব কবো জীবনেব কামনা

ভুলে যেও গত দুঃখ মনে কবে থেকো না

ভুলে যেও দেশাচাব সমাজেব গঞ্জনা,

শুভ, হিত প্রাণ পণে

সাধহ অটল মনে

স্বদেশ গৌরব সাধ—কর নিজ সাধনা

ভুলে যেও দেশাচার সমাজের গঞ্জনা

ভুলে যেও নিজ স্বার্থ, ভুলো ক্ষুদ্র আপনা

সাধিতে জীবন ব্রত

হওরে সুদৃঢ় চিত

"স্বজাতি গৌবব" কব জীবনেব কামনা

ভুলে যেও নিজ স্বার্থ, ভুলো ক্ষুদ্র আপনা।

ভুলে যেও গান মোব স্মৃতিটুকু রেখো না,

কেবল উচ্ছ্বাস তাব

হৃদে যেন সবাকার

জাগায়ে তুলিতে পাবে শোকাকুল বেদনা।

এইটি দিনের আশ দুর্ব্বলের কামনা

কি বলিব আর

মনে বেখে ভুলিও ন , কি বলিব আৰ ?
প্রা॰ মন ডুবু ভাব পাবাবাব,
উথলি উথলি উঠে আবেগে হৃদয ফাটে
প্রকাশি বলিতে. চাই, ভাষা কোথা তাব ?
মনে বেখো ভুলিও না কি বলিব আব ?

মনে বেখো ভুলিও না কি ব॰ ব আর ?
মবমে বিঁধিছে ব্যথা, ফুটিযা সকল কথা
বলিতে শক্তি হীন কি কবিব তাব ?
মনে বেখো ভুলিও না কি বলিব আব ॰

মনে বেখো ভুলিও না কি বলিব আব ?
বহিল মনেব কথা মনেতে এবাব,
আজ এ বিদায কালে কেন হৃদি॰সিন্ধু জলে
খেলিছে তবঙ্গ এত আশা নিবাশাব ,
কে জানে মনেব কথা বলিব কি আব ?

মনে বেখো ভুলিও না কি বলিব আব ?
ভেবো না মানব জন্ম স্বপন নিশাব ।
কীর্ত্তি বাখ ধরাতলে মুছিতে নাবিবে কালে
মহিমা গৌবব গাথা নামটী তোমাব ,
হেথা ॰রাভূত হয় কাল দুরাচাব

মনে রেখো ভুলিও না কি বলিব আর ?
ধন জন জেনো শুধু স্বপন বিকার।
আয়ু যে অস্থির ধন, হবে কাল অনুক্ষণ
চিরদিন বাঁচে সেই কীর্ত্তি ভবে যাঁর

মনে রেখো ভুলিও না কি বলিব আর ?
ক্ষমা কর যাই ভাই বিদায় এবার,
দেখোরে ভাবিও মনে, বিলাপিয়া এ বিজনে
কেন আজ ঢালিলাম তপ্ত অশ্রুধার

মনে রেখো ভুলিও না কি বলিব আর ?
যাই ভাই, যাই সখা বিদায় এবার,
স্নেহের মধুর বোলে, ডাক যদি নাহি ভুলে
সে দিন দেখাব সব, খুলি হৃদিদ্বার
নবীন জাগান সুরে গাহিব সেবার

সম্পূর্ণ

BENGAL LIBRARY 6 APR 1906
LIBRARY